আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারি। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে। রামমোহন, হেয়ার সাহেব, বিদ্যাসাগর, বেথুন যতই স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের চেষ্টা করুন, রেনেসাঁস ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টা যতই হউক, সমাজের এক বিরাট অংশে স্ত্রী-শিক্ষার আদৌ কোনো উৎসাহ ছিল না। বরং মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের অথবা সংসারের অকল্যাণ হইতে পারে, এইরকম একটি অন্ধ কুসংস্কারে সমাজের অধিকাংশ অংশ আচ্ছন্ন ছিল। এই রকমই এক পরিবেশে মানুষ হইয়া আশাপূর্ণা ও তাঁহার ভগিনীরা যে বিদ্যাচর্চা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহাদের মাতৃদেবীর কন্যাসন্তানদের শিক্ষাদানে ঐকান্তিক উৎসাহ ছিল। আশাপূর্ণা কোনো গৃহশিক্ষকের নিকট পড়িবার সুযোগ পান নাই। কোনো পাঠশালা বা বিদ্যালয়ে যাইবারও সুযোগ হয় নাই। দাদাদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিতে দেখিয়া উল্টা দিকে বসিয়া হাতের লেখা নক্‌শা করিতেন। সেজন্য অ, আ প্রভৃতি অক্ষর উল্টাভাবে লিখিতে শেখেন। সেইখান হইতেই গ্রন্থপাঠ, কাব্যচর্চা শুরু। কিশোরী বয়সেই কবিতা প্রকাশিত হয়। বিবাহের পূর্বে পিতা-মাতার উৎসাহে যে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে, বিবাহ পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবী স্বামীর নিকট সে সহায়তা ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রে যেমন সৌভাগ্য, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। তৎকালীন সমাজে মহিলা জাতির উপর যে পীড়ন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং সেই পরিবেশেও যে প্রিয় পরিজনদের আনুকূল্যে আশাপূর্ণা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হইতে পারিয়াছিলেন, এই দুই পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতির সংঘাতই তাঁহার *প্রথম প্রতিশ্রুতি* প্রভৃতি উপন্যাস রচনার শক্তি যোগাইয়াছিল। তৎকালীন মহিলা সমাজের উপর নিপীড়নের প্রতিবাদ আশাপূর্ণা দেবীর মনে দীর্ঘদিন যাবৎ জমিতেছিল, লালিত হইতেছিল। তাহাই নারী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রূপে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে *প্রথম প্রতিশ্রুতি* ও তৎপরবর্তী ঐ জাতীয় উপন্যাসগুলিতে।

আশাপূর্ণা দেবীকে অনেকদিন ধরিয়াই অনুরোধ করা হইতেছিল, 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করার জন্য। বাংলা ১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ নাগাদ। একদিন সকালে কালিদাসবাবু ও আশাপূর্ণা দেবী কৃষ্ণনগর যাইতেছিলেন। কৃষ্ণনগরে কালিদাসবাবুদের আদি নিবাস। মাসীমা (আমরা আশাপূর্ণা দেবীকে মাসীমা বলিতাম) বলিয়াছিলেন তাঁহার দুইখানি বই যদি শিয়ালদহ স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ের ট্রেনে পৌঁছানো যায় খুব উপকার হয়। তাঁহারা জানালার ধারেই বসিবেন। বই দুইটি যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দিয়া আশাপূর্ণা দেবীকে আবার ধারাবাহিক

Scanned with CamScanner

উপন্যাস রচনার কথা মনে করাইলাম। তখন তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, আগামী মাস থেকে উপন্যাস শুরু করব। পরেই বলিলেন, না, একটু গুছিয়ে নিতে হবে, শ্রাবণ মাস থেকে ঠিক পাবে। প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমি বলিলাম, উপন্যাসের নাম বললে আমাদের বিজ্ঞাপন করার সুবিধা হয়। আশাপূর্ণা দেবী বলিলেন, ঐ *প্রতিশ্রুতিই* নাম রেখো। তারপরই বলিলেন, না, তার চেয়ে বরং *প্রথম প্রতিশ্রুতি* নাম রেখো, প্রথম প্রতিশ্রুতিই তো।

গ্রন্থটির নামকরণের ইহাই হইতেছে পৃষ্ঠপট। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা উপন্যাসটি রচনার উৎস-সন্ধান বলা যাইতে পারে। উপন্যাসটি এখন বাংলা সাহিত্যে নারীজাগরণের অথবা নারী-স্বাধীনতার অভিধা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৩৬৬ সালের কথাসাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ মাস হইতে ধারাবাহিকভাবে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রকাশ হইতে শুরু হয়। উপন্যাসের শুরু এইরকম—"সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া। বকুল বলেছিল, একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও, সত্যি।" ইহাতে বোঝা যায়, সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলকে লইয়া ট্রিলজি রচনা করার পরিকল্পনা মাথায় রাখিয়াই লেখিকা *প্রথম প্রতিশ্রুতি* রচনা শুরু করেন।

প্রথম প্রতিশ্রুতির নায়িকা সত্যবতী। সত্যবতীর কিশোরী জীবন হইতে উপন্যাসের শুরু বলা যায়। তবে তাহার আগে সত্যবতীর পিতা রামকালীর পূর্বজীবন সম্বন্ধে একটি ছোট উপাখ্যান আছে। ছোট বটে, কিন্তু ইহাতেই রামকালীর চরিত্রটি পাঠকের উপন্যাস পাঠের শুরুতেই সম্যকভাবে জানা হইয়া যায়। এই উপাখ্যানটি উপন্যাসের ভিত্তিভূমিও বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ সন্তান রামকালী পিতা-কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রবাসে বৈদ্য-কবিরাজের গৃহে পালিত হইয়া, বড় কবিরাজ হইয়া, রামকালী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব যেমন পরিস্ফুট, তেমনই সিদ্ধান্ত লওয়া যাইতে পারে, এই ব্যক্তিত্বের পটভূমিতে মানুষ না হইলে সত্যবতীর মতো কন্যা সম্ভব হইত না।

রামকালী একজন সফলকাম কবিরাজ মাত্র নন। নিজ পরিবারে তো বটেই, গ্রামেও অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। এই প্রবল ব্যক্তিত্বপরায়ণ পরোপকারী উদারদৃষ্টি সুচিকিৎসক রামকালী কিন্তু সত্যবতীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত স্নেহপরায়ণ। তাহারই জন্য সত্যবতী একটু বেশি স্বাধীনচেতা, ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং নিজ মত ব্যক্ত করিতে ভয় পায় না। রামকালীর একান্নবর্তী সংসারে বিধবা পিসি মোক্ষদা প্রবল প্রতাপশালিনী কর্ত্রী। শুচিবাইগ্রস্ত কঠিনচেতা রমণী। কিন্তু তাঁহার শাসনও অন্যায় বুঝিলে সত্যবতী গ্রাহ্য করে না। এই অতি-স্বাধীন মেয়েটিকে লইয়া রামকালী ভবিষ্যতে বিপদে পড়িবেন এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে বাধে না মোক্ষদার। রামকালীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং প্রবলপ্রতাপ শাশুড়িদের প্রতাপে স্বামী অপেক্ষা

Scanned with CamScanner

অনেক বয়োকনিষ্ঠ স্তিমিত শান্ত জননী ভুবনেশ্বরীর মৃদু তিরস্কার যে অনেক সময়ই সঙ্গত নয়, তাহা বুদ্ধিমতী সত্যবতীর শান্তভাবে মাকে বুঝাইয়া দিতে বিলম্ব হয় না।

রামকালীর দাদা-বৌদি সহ গুরুজন অনুজ সকলেই রামকালীর অনুগত। রামকালী অন্যায় আদেশ কাহাকেও করেন না, একথা সকলেই জানেন ও মানেন। সুচিকিৎসক রামকালী একটি বরযাত্রীর দলে পালকির মধ্যে বরকে দেখিয়া থমকাইলেন। তাহার চেহারায় ঘোর সান্নিপাতিকের আক্রমণ চিহ্ন, মৃত্যু আসন্ন, পল্লীর এক কন্যার বিবাহ বন্ধ হইয়া পরিবারটি তদানীন্তন সামাজিক প্রথায় ঘোর অসুবিধায় পড়িবে। তিনি সামান্য কিছুকাল পূর্বে বিবাহিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিয়া কন্যাটির সহিত বিবাহ দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্বের সদ্যবিবাহিত বধূর জীবনে সতীন আনিবার মর্মযাতনা বুঝিবার মতো মন সেকালের সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে রামকালীর মতো বিবেচক মানুষেরও ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাটি সত্যবতীর মনে দারুণ আঘাত দিল। ইহা লইয়া সে পিতার সহিত তর্কে নামিতেও দ্বিধা করে নাই।

নারীর স্বাধিকার প্রচেষ্টার ইচ্ছা বা বোধ সত্যবতীর সেই বাল্যকাল হইতে। যে কালে মহিলাদের লেখাপড়া শেখা পাপ বলিয়া গণ্য হইত সেকালে জন্মিয়া সত্যবতী প্রায় জোর করিয়াই লেখাপড়া করার অধিকার অর্জন করে। মহিলাদের উপর অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করে। এইরকম বোধ লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে, অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করিতেই যেন তাহার জন্ম, তেমন মানুষের বিশেষ করিয়া নারী হইলে তাহার জীবনের পরিণতি কখনই সুখের হইতে পারে না। যে সামাজিক পরিস্থিতিতে রামকালী ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দিতে পারেন, তাহারই প্রভাবে নিজের মনের মতো গড়া সত্যবতীকে বাল্যবিবাহ দিয়া অল্প বয়সেই শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে বাধ্য হন। সংসারের নিয়মেই যেন সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি সত্যবতীর ধ্যানধারণার বিপরীত মূর্তি লইয়া গঠিত। উন্নত সচ্চরিত্র মহিমাময় পিতার বিপরীত চিত্র সত্যবতীর শ্বশুরের। শ্লথচরিত্র মানুষটি যখন বাহিরে রাত কাটাইয়া গৃহে ফেরেন, তখন পূজার্চনা করিলেও সকালবেলায় তাঁহার পদধূলি লইতে প্রবৃত্তি হয় না, একথা সত্যবতীর মতো মেয়েই সজোরে উচ্চারণ করিতে পারে। যে শক্তিতে সত্যবতী শ্বশুরবাড়ির সব বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, সেই শক্তির জোরেই সত্যবতী স্বামী নবকুমারকে লইয়া কলকাতায় বাসাবাড়ি করে, নবকুমারকে কাজ করিয়া উপার্জনের মাহাত্ম্য বোঝায়, পৈতৃক বিষয়ের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া খাওয়ার মধ্যে কোনো পুরুষত্ব নাই সে বোধ জাগায়, ছেলেমেয়েদের নিজের মনের মতো করিয়া মানুষ করার ব্যবস্থা করে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যবতীর শেষ রক্ষা হয় না। কোনো এক সময়ে সত্যবতীর একমাত্র মেয়ে সুবর্ণলতা সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল। সেই সুযোগে শাশুড়ি

Scanned with CamScanner

সুবর্ণলতার বিবাহ দিয়া দিলেন, নিজের মনোমত পাত্রের সহিত। সত্যবতীর অনুমতি না লইয়াই।

ইহার পর কি সত্যবতীর সংসারে থাকা চলে? চলে না। যে কঠোর প্রতিজ্ঞা লইয়া সত্যবতীর জীবনযাত্রা শুরু সেই কঠোরতাতেই সত্যবতী চক্রান্ত করিয়া নিজের কন্যাসন্তানকে বাল্যবিবাহ দিবার প্রতিবাদে কাশীতে একক স্বেচ্ছানির্বাসন বাছিয়া লয়। যুগে যুগে বিপ্লবীরা এইভাবেই অন্যায়-অবিচারের পথ দেখায়! তাহাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই দেশ ও সমাজ সামনে আগাইয়া চলে।

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতীকে বিপ্লবী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারীর স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টায় সে প্রায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। হইতে পারে, তাহা নিজের পরিবারের জন্য, নিজের সংসারের জন্য। কিন্তু সত্যবতীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া আশাপূর্ণা দেবী দেখাইয়া দিয়াছেন একটি মেয়ে ইচ্ছা থাকিলে কী করিতে পারে।

মাস্টারমশাই ভবতোষের চরিত্র কঠিন নিষ্পেষণের জগতে সত্যবতীর কাছে বাতায়ন স্বরূপ। হয়তো এই মহীয়সী রমণীকে তিনি মনে মনে পূজা করিতেন। কিন্তু সে কারণে কাহিনীর কোথাও কোনো শালীনতা ভঙ্গ হয় নাই।

উপন্যাসটি সেকালের সমাজের এক নিখুঁত দর্পণ। এই দর্পণে যেমন সেকালের সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কারগুলি লিখিত হইয়াছে, তেমনই সেসব কুসংস্কারের পরিবর্তন ও পরিবর্জনের চেষ্টাও প্রতিফলিত হইয়াছে।

সুদীর্ঘ উপন্যাসে কোথাও রং-চড়ানো নাই, কোথাও যৌনতার লেশমাত্র আবেদন নাই, তবু পঞ্চাশটির অধিক চরিত্র বিশিষ্ট এবং বহু ঘটনার উথাল-পাথাল বিবরণ সহ এক নিঃশ্বাসে উপন্যাসটির সুখপাঠ্যতা আমাদের এখনও বিস্ময় সৃষ্টি করে। রবীন্দ্র পুরস্কার ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিচারকরা এই গ্রন্থটিকে সম্মানিত করিতে দ্বিধা করেন নাই।

সুবর্ণজয়ন্তী বা পঞ্চাশতম সংস্করণের প্রকাশ উপন্যাসটির পাঠক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

বাঙালি সমাজে নারীজাতির প্রগতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতে হইলে এই গ্রন্থের আলোচনা ও উল্লেখ অবশ্যই করিতে হইবে।

Scanned with CamScanner